সমকাল

তারিখ ... 19 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'গবেষণা' ৩

# জাবির পিএইচডি কাহিনী

■ সাব্বির নেওয়াজ ও কামরান রেজা

দেশের অন্যতম শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় হলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মান রক্ষা করা হচ্ছে না বলে জোরালো অভিযোগ উঠেছে। এ ডিগ্রি পাওয়ার ক্ষেত্রে গবেষণাকালে গবেষকদের নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে তিন বছরের ছুটি নিয়ে পূর্ণকালীন গবেষক হিসেবে গবেষণা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) শর্ত রয়েছে। অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয় এ নিয়ম মেনে চললেও জাবিতে খণ্ডকালীন গবেষকদের পিএইচডি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আবার গবেষকদের রচিত অভিসন্দর্ভ (থিসিস) দেশের বাইরের পরীক্ষকদের মূল্যায়নের জন্য পাঠানো হয় না। দেশীয় বহিঃপরীক্ষকদের (যাদের সাধারণত আগেই সমঝোতার মাধ্যমে ঠিক করা থাকে) দিয়ে তা মূল্যায়ন করানো হচ্ছে। এর সুযোগ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, আমলা, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচডি করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ এরই মধ্যে ডিগ্রিও পেয়েছেন।

সমকালের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মৌলভীবাজার জেলা থেকে কয়েকবার নির্বাচিত হওয়া ৬৯ বছর বয়সী এক তারকা সাংসদও সম্প্রতি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার জন্য ভর্তি হয়েছেন। রয়েছেন নামিদামি বেশ কয়েকজন তারকা রাজনীতিবিদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক সমকালের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ পিএইচডিতে ভর্তি হতেই পারেন। আপত্তি তাতে নয়, প্রকৃত ও মানসম্পন্ন গবেষণাপত্র তৈরির সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গবেষণা করতে হলে তারা আদৌ আসতেন কি-না তা নিয়ে ভাবার অবকাশ রয়েছে। শিক্ষকরা জানান, পিএইচডি একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্ম, গবেষককে নিয়মিত ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

● আগামীকাল : রাবিতে মানহীন গবেষণা

## জাবির পিএইচডি কাহিনী

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

লাইব্রেরি ওয়ার্ক ও ফিল্ডওয়ার্ক করতে হয়। একজন চলমান দায়িত্বরত পুলিশের অ্যাডিশনাল আইজি পদমর্যাদার লোক কিংবা একজন সচিবের কি সেই সময় থাকে লাইব্রেরিতে যাওয়ার? লাইব্রেরিতে না গেলে, ফিল্ডওয়ার্ক না করলে তিনি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করবেন কীভাবে? গুভঙ্করের ফাঁকি দিয়ে কোনো মতে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের উদ্যোগে একটা গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করা হয়। আর বহিঃপরীক্ষক তো 'নির্ধারণ' করাই থাকে। ফলে অর্জন হয়ে যায় ডিগ্রি। তাদের প্রশ্ন, এটাকে কি গবেষণা বলা যায়!

বিষয়টি অস্বীকার করেননি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামও। তিনি সমকালকে বলেন, 'যারা ফাঁকিবাজ তারা উল্টো পথে বা খারাপ পথে পা রাখে না, তা আমি দাবি করব না। এগুলো হচ্ছে নিজেদের সততার ব্যাপার। তবে অভিসন্দর্ভ দেশের বাইরে পাঠানো হয় না, কারণ আমাদের দেশেই এখন অনেক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। অবশ্য পাঠালে ভালো হতো।' খণ্ডকালীন গবেষণার সুযোগ দেওয়ার কারণে কিছু ভালোমানের গবেষণাও হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

সমকালের অনুসন্ধানে অবশ্য জাবির 'গাণিতিক ও পদার্থবিজ্ঞান অনুষদ' এবং জীববিজ্ঞান অনুষদে ভালোমানের গবেষণার নজিরও পাওয়া গেছে। এ ছাড়া হেকেপ, ইউজিসি গবেষণা প্রকল্পসহ বিদেশি বিভিন্ন অর্থায়নে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ইউজিসির সর্বশেষ প্রতিবেদন মতে, ২০১৩ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেট ছিল ১২৬ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। এর মধ্যে গবেষণা খাতে ব্যয় হয় ৫০ লাখ টাকা, যা মোট বাজেটের এক ভাগের অর্ধেকও নয়। গবেষণা বৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হয় ২০ লাখ টাকা। এ সময়ে ১০১টি গবেষণা প্রকল্পও পরিচালিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন না থাকলেও এখন নির্মাণাধীন রয়েছে ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র। এর পরিচালক অধ্যাপক কাজী আলী আজম সমকালকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোতে চলমান গবেষণার যে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখানে করার সুযোগ থাকবে। এ বছরের মধ্যে এটি উদ্বোধন হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন ৫৪৫ জন এবং এমফিল ডিগ্রি লাভ করেছেন ২৭৭ জন। তবে খণ্ডকালীন পিএইচডির সুযোগ নিয়ে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা পিএইচডির জন্য জাবিতে ভর্তি হয়েছেন। পুলিশের আইজি থাকা অবস্থাতেই লোকপ্রশাসন বিভাগে অধ্যাপক আবুল কাশেম মজুমদারের অধীনে পিএইচডিতে ভর্তি হন হাসান মাহমুদ খন্দকার। একই শিক্ষকের অধীনে পিএইচডি করেছেন পুলিশের বর্তমান অতিরিক্ত আইজি জাভেদ পাটোয়ারি। ডিগ্রি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন জনপ্রশাসনের উপসচিব বোমেন চন্দ্র বিশ্বাসসহ আরও কয়েকজন। এ বিষয়ে আবুল কাশেম মজুমদার সমকালকে বলেন, গবেষণাটি কার্যকরভাবে হলে খণ্ডকালীন পিএইচডি করতে বাধা থাকা উচিত নয়, বরং এটাকে উৎসাহিত করা উচিত। অনেকেই গবেষণার কাজটি করছেন অফিসের কাজের শেষে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তে খণ্ডকালীন পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পেলেই তারা এটা করতে পারছেন। তবে যোগ্যতার ভিত্তিতেই তারা সে সুযোগটি পেয়েছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান খানের অধীনে পিএইচডি করছেন তারকা রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সরকারি আমলারা। তিনি বলেন, বর্তমানে তার অধীনে একজন অতিরিক্ত সচিব এবং দু'জন যুগ্ম সচিব গবেষণা করছেন। তারা অবসর সময়ে কাজ করেন, কোনো অসুবিধা হয় না। রাজনীতিবিদদের বিষয়ে তিনি বলেন, রাজনীতির বাইরে তো কাউকে দেখি না। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই।

বহিঃপরীক্ষক নির্ধারণ নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক অপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কয়েকজন শিক্ষকের সমন্বয়ে একটি 'সিন্ডিকেট' গড়ে তুলেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে এসব শিক্ষককে নিজেদের তত্ত্বাবধায়নকৃত গবেষকের থিসিস কেবল ওই সিন্ডিকেটের সদস্যদের মধ্যেই মূল্যায়ন করানো হয়। আবার গণহারে পিএইচডি ছাত্র তত্ত্বাবধানের অভিযোগ আছে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে। ১৩ লাখ লোকের ইন্টারভিউ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক তরুণ শিক্ষক বহুল আলোচিত যে পিএইচডি থিসিস জমা দিয়েছিলেন, সেটির বহিঃপরীক্ষকও ছিলেন এই অধ্যাপক। পরে সে পিএইচডি বাতিল হয়ে যায় এবং তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের শাস্তিও দেয় ঢাবি সিন্ডিকেট।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সমকালকে বলেন, 'এমফিল একটি মধ্যবর্তী ডিগ্রি, যা গবেষণার শুরু মাত্র। তবে পিএইচডি ডিগ্রি যদি মানহীন গবেষণার মাধ্যমে দেওয়া হয়, তবে তা খুব গুরুতর। এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি, গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব খুব বেশি। তিনি গবেষককে উপযোগী করে গড়ে তুলবেন। দ্বিতীয় দায়িত্ব পরীক্ষকের। দুঃখজনক হলেও সত্যি, তত্ত্বাবধায়করা এখন আর সেভাবে মনোযোগী হন না, আর এখন বহিঃপরীক্ষকও সাজিয়ে আনা হয়।' তিনি বলেন, 'পিএইচডির ক্ষেত্রে গুণগত মান রক্ষা করা খুবই জরুরি। নইলে যিনি নিজে কোনো জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারেন না, তিনি কীভাবে অন্যদের জ্ঞান দান করবেন?'

জার্মানির চ্যান্সেলর পুরস্কারপ্রাপ্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এ এ মামুন সমকালকে বলেন, আগে বিদেশে থিসিস পাঠানোর নিয়ম ছিল। পরে 'বহিঃস্থ পরীক্ষককে মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে হবে' এমন শর্ত বেঁধে দেওয়ায় বিশাল খরচের ব্যাপার চলে আসে। তাই কেউ থিসিস বিদেশে পাঠাতে আগ্রহী হন না। এর মাধ্যমে আমাদের পিএইচডিকে 'লো-গ্রেড' করে দেওয়া হয়েছে। অথচ বিদেশি পরীক্ষকের শুধু লিখিত সুপারিশই যথেষ্ট ছিল।

জাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম সমকালকে বলেন, গবেষণা খাতে বরাদ্দ আসলেই কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দও কমছে। এবার দেড় কোটি টাকা কমেছে। আরও যাতে নতুন নতুন গবেষণা কেন্দ্র হয় ভবিষ্যতে সে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আগামীকাল : রাবিতে মানহীন গবেষণা